প্রেমপ্রবাহিণী

শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী বিরচিত।

"নামৃতং ন বিষং কিঞ্চিদেকাং মুক্ত্বা নিতম্বিনীম্।
সৈবামৃতলতা রক্তা বিরক্তা বিষবল্লরী ॥"

ভর্ত্তৃহরি।

শ্রীনূতন বাঙ্গালা যন্ত্র

কলিকাতা,— মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯।

সং ১৯২৭।

মূল্য চারি আনা।

প্রেমপ্রবাহিণী

শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী বি[illegible]

" নামৃতং ন বিষং কিঞ্চিদেকাং মুক্তা নিতম্বিনীম্ ।
সৈবামৃতলতা রক্তা বিরক্তা বিষবল্লরী ॥ "

ভর্তৃহরি ।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র

কলিকাতা,— মাণিকতলা ষ্ট্রীট ১৪৯ নং ।

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

১২৭৭ সাল ।

১২৬৭ সালের প্রারম্ভে রচিত।

পরমাত্মীয় হিতৈষী মিত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত করকমলে উপহারস্বরূপ এই কাব্য প্রীতিপূর্ব্বক সমর্পণ করিলাম।

প্রেমপ্রবাহিণী

প্রথম সর্গ।

"Frailty, thy name is Woman! —"

সেক্স্‌পিয়র।

আর সেই প্রণয়ী দম্পতী সুখে নাই,
যাঁহাদের প্রণয়ের গান আজি গাই।
কাটালেন এত কাল যাঁরা পরস্পরে,
আনন্দ-উদ্বেল স্নিগ্ধ প্রফুল্ল অন্তরে।
দেখিলে যাঁদের প্রেম, প্রেমে ভক্তি হয়,
জগতে যে আছে প্রেম, জনমে প্রত্যয়।
আহা কি নির্ম্মল ভাব, উদার আশয়,
আহা কি হৃদয় ঢল ঢল সুধাময়!
চারি দিকে কেমন খেলিছে শিশুগুলি,
প্রেমতরু-ফল সব, ননীর পুতলি;

কি মধুর তাহাদের অস্ফুট বচন,
কি অমৃতময় আধ আধ সম্বোধন,
তাহাদের পানে চেয়ে, কি এক উল্লাস,
কি এক উভয়ে মিলে সুখময় হাস ;
কি এক প্রসন্নভাবে পরস্পরে চাওয়া,
কি এক মগন হয়ে সুখকথা কওয়া !

তাঁহাদের প্রেম, ক্ষীরসমুদ্র সমান,
অগাধ, গম্ভীর, কিন্তু ছিল না তুফান।
জল ছিল সুধাময়, তল রত্নময়,
পবিত্র পরশে তৃপ্ত হইত হৃদয়।
কি এক প্রলয় বায়ু উঠেছে সহসা,
একেবারে বিপর্য্যস্ত, ভয়ানক দশা ;
বিক্ষিপ্ত পর্ব্বত সম উৎক্ষিপ্ত তুফান,
প্রচণ্ড আঘাতে তট করে খান্ খান্।
কোথায় অমৃত ? জল লুণ দিয়ে গোলা,
কোথায় রতন ? তল পাঁকে ঘোর ঘোলা।
সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করি মনে,
যাইলাম এক দিন তাঁদের ভবনে।
আর সে ভবন যেন সে ভবন নাই,
বিরাগবিবাদময় যে দিকেতে চাই।
আর সেই গৃহপতি প্রফুল্ল বদনে,
পরিবৃত হয়ে প্রফুল্লিত শিশুগণে,

করিতে করিতে সুখে সুবায়ু সেবন,
সম্মুখ উদ্যানে নাহি করেন ভ্রমণ ।
আর সেই সব মালী সোৎসাহ অন্তরে,
ফুলগাছ সকলের পাট নাহি করে ।
সেই সব ফুল ফুটে নাচিয়ে বাতাসে,
আর নাহি অন্তরের আহ্লাদ প্রকাশে ।
আর সেই শিখী কোরে কলাপ বিস্তার,
দেয় না প্রভুর কাছে নৃত্য উপহার ।
আর গৃহিণীর দাসী হাসিহাসি মুখে,
আসে না সংবাদ নিয়ে প্রভুর সম্মুখে ;
আর নাই দাসদের কর্ম্মে তাড়াতাড়ি,
লোক জন আসাযাওয়া, আসা, যাওয়া পাড়ি ।
যে ভবন সদা যেন উৎসব-ভবন,
সে ভবন এবে যেন বিজন কানন ।
হয়েছে সৌভাগ্যসূর্য্য যেন অস্তমিত,
কিম্বা যেন গৃহপতি নাহিক জীবিত ।
হায়রে সাধের সুখ, তোমার সদ্ভাবে,
সব হয় আলো, কালো তোমার অভাবে !
প্রথমে প্রবেশ করি প্রথম মহলে,
কাহাকেও দেখিতে পেনুনা কোন স্থলে ।
দ্বিতীয়ে পশিয়ে, যাই সোপানে উঠিতে,
হেরিলেম গৃহিণীকে নামিয়ে আসিতে ।

হর্ম্ম্যের দুর্দ্দশা হেরে তত কিছু নয়,
এঁর ভঙ্গি দেখে যত জন্মিল বিস্ময়।
একেবারে পরিবর্ত্ত বসন ভূষণ,
শ্রী ছাঁদ রীতি নীতি চলন বলন।
আগে পরিতেন ইনি সুন্দর গরদ,
অথবা শাটিন শাটী সাদা বা জরদ।
এখন গোলাপী বাস জলের মতন,
জমিময় নানাবর্ণ ফুল সুশোভন।
আগে শুদ্ধ করে বালা, মতিমালা গলে,
এবে চন্দ্রহার শুদ্ধ কটিতটে দোলে।
সোণার চিরুণী ফুল শোভিছে মাথায়,
হীরাকাটা মল শুদ্ধ পরেছেন পায়।
আগে চুল বাঁধিতেন যেমন তেমন,
এখন বিনুনে খোঁপা আভার মতন।
যেন মধুকরমালা আরক্ত কমলে,
কুঞ্চিত অলক দুই দুলিছে কপোলে।
অধরে অলক্তরস, নয়নে অঞ্জন,
কপোলে কুম্‌কুম্‌চূর্ণ, ললাটে চন্দন।
সর্ব্বাঙ্গে ফুলেল মাখা, কাণেতে আতর,
বসনে গোলাপ ঢালা গন্ধে ভর্ ভর্।
হাতে গোলাপের তোড়া ঘোরে অনিবার,
তুলে ধোরে শুঁকিছেন এক এক বার।

নয়নে ভ্রমর যেন ঘুরিয়ে বেড়ায়,
সহসা চকিত হয়ে লুকাইতে চায়।
চঞ্চল চরণ পড়ে থমকে থমকে,
লাট্ খেয়ে ঘুঁড়ি যেন থামিছে দমকে।
রূপের ছটার তরে এত যে চটক,
রূপ যেন হয়ে আছে বিকট নরক।
যে রূপলাবণ্য যেন নব অংশুমালী,
কে যেন দিয়েছে তাহে ঢেলে ঘন কালী।
যাঁহারে দেখিলে হ'ত ভক্তির উদয়,
আজি কেন তাঁরে হেরে ঘোর ঘৃণা হয়?
পুণ্যের বিমল জ্যোতি যে নয়নে জ্বলে,
অরুণ কিরণ যেন প্রফুল্ল কমলে;
বিনয় সারল্য যাহে করিত নিবাস,
সভয়ে সঙ্কোচ কেন তাহে করে বাস?
যে নয়ন সগৌরবে ছিল এত দিন,
সে নয়ন কেন গো নিতান্ত লজ্জাহীন?
সদা যিনি সযতন সাজাইতে মনে
মহত্ত্ব বশিত্ব বিদ্যা ধর্ম্মের ভূষণে;
মনেরি গৌরব, যিনি জানেন গৌরব,
গুণেরি সৌরভ যিনি ভাবেন সৌরভ।
আজি কেন এত ব্যস্ত রূপের যতনে,
কেনই বা কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই মনে?

যাঁহার তেমন উঁচু দরাজ নজর,
চাপল্য মাত্রেতে যাঁর সদা অনাদর;
চাহিলে চপল বেশ কন্যা পুত্রগণ,
কভু নাহি রাখিতেন তাদের বচন;
অন্যেরো তাদৃশ বেশে পাইতেন লাজ,
বাসকসজ্জার মত কেন তাঁরি সাজ;
যিনি চ'লে গেলে ধরা আলো হয়ে রয়,
যাঁর হাস্যে চারি দিক্ হাসিমুখী হয়।
আজি কেন যেন ধরা যায় রসাতলে,
কেন গো ক্রোধেতে যেন দিক্ সব জ্বলে!
তবে কি তাহাই হবে, যার কল্পনায়
মন মন ক্রোধে খেদে জ্বোলে ফেটে যায়;
এমন কি হবে, এক মহামনস্বিনী,
হোয়ে দাঁড়াইবে এক জঘন্য স্বৈরিণী?
কেমনে আমরা তবে করিগো প্রত্যয়,
কেমনে সন্দেহশূন্য হবেগো প্রণয়?
কোন্ দোষে দোষী গৃহপতি মহাশয়,
এঁর প্রতি সদা তিনি সমান সদয়।
প্রাণপণে পেলেছেন বিবাহের ব্রত,
অবিরত সেধেছেন সব অভিমত?
করেছেন সমর্পণ সমস্ত ভাণ্ডার,
প্রাণ, মন, আত্মা, যাহা কিছু আপনার;

পুত্রকন্যা-সুশোভিত সোণার সংসার,
কেন গো পিশাচী করে সব ছারখার?
এখন কোথায় সেই পতি প্রতি মতি,
পতি ধ্যান পতি প্রাণ, পতিমাত্র গতি;
হায়রে কোথায় সেই পতিভালবাসা,
সাধিতে পতির প্রিয় অতৃপ্ত লালসা!
কেবল কি সে সকল বচনচাতুরী,
মধু মধু মধুমাখা মিচরির ছুরী?
দেখেছিনু যে প্রণয়, সে কি সত্য নয়?
হায় তবে আজো কেন দিন রাত হয়!
কিম্বা সে প্রণয়ছিল বয়স-অধীন,
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে বিলীন?
অথবা সে প্রেম ছিল সম্ভোগের কোলে,
সম্ভোগ শৈথিল্যে বুঝি এবে গেছে চোলে
এক বস্তু ভাল নাহি লাগে চির দিন,
নবরসে নোলা তাই ঝোঁকে দিন দিন?
যৌবনে সম্ভোগে জন্মে, বিগমেতে ক্ষয়,
প্রেম কিরে এই বই আর কিছু নয়?
মনের সম্পর্ক তাহে কিছুমাত্র নাই,
তার সুখ-আশা কিরে শুদু আশাবাই?
অথবা মনের ভাব সম চির কাল
থাকে না, জনমে তাই প্রণয়ে জঞ্জাল?

প্রেম মরে বোলে কিরে মন শুদ্ধ মরে ?
ধর্ম্ম কি নরক দেখে ভয়ে না শিহরে ?
আবার কি মরা আশা মঞ্জরিত হয়,
মনোমত তরু এঁচে করে রে আশ্রয় ?
ওগো লজ্জা ধর্ম্ম ! যদি তোমা বিদ্যমানে
একজন বিজ্ঞ পুরন্ধ্রীরে বিঁধে বাণে,
দুর্ব্বার আগুন জ্বেলে দিয়ে একেবারে
দুষ্ট রিপু হাড় শুদ্ধ গলাইতে পারে,
কি জন্যে তোমরা তবে আছ ধরাতলে ?
যৌবন-উন্মত্ত দলে শাস বা কি ব'লে ?
ছেড়ে দাও তাহাদের শৃঙ্খল খুলিয়া,
উন্মাদ হাতীর মত ব্যাড়াক্ দাপিয়া
অবাধে করুক, মনে যা আছে বাঞ্ছিত,
একেবারে ধ্বংস-দশা হোক উপস্থিত !

কিছু দূর হ'তে মোরে দেখিতে পাইয়ে,
চকিত হইয়ে, যেন সহর্ষ হইয়ে,
কাছে এসে সুধালেন মিত্র সম্বোধনে,
" কি ভাবিছ, কি বকিছ দাঁড়ায়ে নির্জ্জনে।"
আমি বলিলেম, না, এমন কিছু নয়,
কোথায় আছেন বিজ্ঞ মিত্র মহাশয় ?
কহিলেন তিনি " আর সে বিজ্ঞতা নাই,
উপরে আছেন, যাও দেখ গিয়ে ভাই।"

মনে হ'ল দুই এক কথা এঁরে বলি,
সম্বরি সে ভাব, গেনু উপরেতে চলি।
ঘরে ঢুকে দেখি — পার্শ্ববর্ত্তী ছোট ঘরে,
এক কোণে স্তব্ধ হয়ে কেদারা উপরে,
বসিয়ে আছেন যেন বুদ্ধি হারাইয়ে,
ঘাড় অল্প তুলে, ঊর্দ্ধে স্থির দৃষ্টি দিয়ে;
গাল ভাল লাল, ঘোর বিকৃত বদন,
দুই চক্ষে জ্বলে যেন দীপ্ত হুতাশন।
জ্বোলে জ্বোলে উঠিছেন এক এক বার,
ছাড়িছেন থেকে থেকে বিষম ফুৎকার;
কখন বা দন্তপাটি কড় মড় করিয়ে,
আছাড়েন হাত পা উঠে দাঁড়াইয়ে;
বসিয়ে পড়েন পুন হয়ে স্তব্ধ প্রায়,
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বয়, অঙ্গ ভেসে যায়।
হায় যে প্রশান্তসিন্ধু তাদৃশ গম্ভীর,
কিছুতেই কখন যে হয় না অস্থির,
আজি তারে কে করেছে এ হেন ক্ষোভিত,
কি এক মহান্ আত্মা দেখি বিচলিত!
সহসা আইল এক শিশু অপরূপ,
ঠিক যেন তাঁহারি কিশোর প্রতিরূপ।
"বাবা বাবা" কোরে গেল কোলেতে ঝাঁপিয়ে,
তুলে তারে ধরিলেন হৃদয়ে চাপিয়ে।

তপ্ত হিয়া যেন কিছু হইল শীতল,
চক্ষু যেন হয়ে এল জলে ছলছল।
হটাৎ আবার যেন কি হ'ল উদয়,
সে ভাব অভাব, পূর্ব্ববৎ বিপর্য্যয়।
নিতান্ত বিরক্ত হয়ে শিশুরে ফেলিয়ে,
তাড়াতাড়ি আইলেন এ ঘরে চলিয়ে।
অগ্রে গিয়ে করিলেম আমি নমস্কার,
মোরে হেরে শুধরিয়ে আকার-বিকার,
প্রতিনমস্কার করি কুশল জিজ্ঞাসি,
হাত ধরে গৃহান্তরে বসিলেন আসি।
কথা ছলে জিজ্ঞাসিনু কেন মহাশয়,
আপনারে দেখি যেন বিষণ্ণ-হৃদয়।
বহু দিন হ'ল আর দেখা হয় নাই,
কি কারণে আপনার পত্রাদি না পাই?
তিনি কহিলেন "ভাই জগতের প্রতি,
আমার অন্তর চোটে গিয়েছে সম্প্রতি।
ভাল নাহি লাগে আর কিছুই এখন,
হাঁপো হাঁপো করে প্রাণ, উড়ু উড়ু মন।
মনে হয় চোলে যাই তেজিয়ে সকলে,
ব'সে থাকি গিয়ে কোন জনহীন স্থলে।
আর না দেখিতে হয় সংসারের মুখ,
আর না ভুগিতে হয় ডেকে-আনা দুখ।

গহনের প্রাণীদের গভীর গর্জ্জন,
নীরদ-নিনাদ মত জুড়াবে শ্রবণ !
শুনিতে চাহিনা আর মধুমাখা কথা,
পরিতে পারিনে আর গলে বিষলতা ।
দংশনেতে অন্তরাত্মা সদা জরজর,
বিষের জ্বালায় দেহ জ্বলে নিরন্তর ।
চারি দিকে চেয়ে দেখি সব শূন্যময়,
না জানি এবার ভাগ্যে কখন কি হয় !
এ জগতে যাহা কিছু ছিল বিনোদন,
এ জগতে যাহা কিছু জুড়াত নয়ন ।
সকলি এখন মূর্ত্তি ধরেছে ভয়াল,
কিছুই আমার আর নাহি লাগে ভাল !
এমন যে রত্নময়ী শোভাময়ী ধরা,
তরু লতা গিরি সিন্ধু নানা ভূষা পরা ।
এমন যে শিরোপরে লম্বমান ব্যোম,
খচিত নক্ষত্র গ্রহ সূর্য্য তারা সোম ।
এমন যে নীলবর্ণ বিশ্বব্যাপ্ত বায়ু,
যাহার প্রসাদে আছে সকলের আয়ু ।
এমন যে পূর্ণিমার হাস্যময় শোভা,
এমন যে অরুণের রাগরক্ত আভা ।
সকলি আমায় যেন ঘোর অন্ধকার,
যে দিকে চাহিয়ে দেখি সব ছারখার ।

হেন যে মনুষ্যসৃষ্টি চরাচর-শোভা,
দেবতার মত যার মুখশ্রীর প্রভা।
যাহার প্রকাণ্ড জ্ঞান পরিমেয় নয়,
তুলনে সমস্ত বিশ্ব বিন্দু বোধ হয়;
যাহার কৌশলাবলী মহা অপরূপ,
যেই সৃষ্টি জীবসৃষ্টি-আদর্শ স্বরূপ,
সে মানুষ আর ভাল লাগে না আমারে;
ফুরায়েছে সুখের নির্ঝর একেবারে।
ভিক্ষা চাই কৌতূহল করহে দমন,
জানিতে চেওনা ভাই ইহার কারণ।
জগতে সকলি ফাঁকি, সব অনিশ্চয়,
প্রেম বল, সুখ বল, কিছু কিছু নয়!"
বস তবে প্রিয়তম পাঠক হেথায়,
কিছুক্ষণ তরে দাও বিদায় আমায়,
এই মম দ্বিজবর মিত্র সদাশয়,
বনিতা-বিরাগাঘাত-ব্যথিত-হৃদয়;
এখন তোমার কাছে রহিলেন একা;
শেষ রঙ্গে মম সঙ্গে পুন হবে দেখা॥

ইতি প্রেমপ্রবাহিণী কাব্যে পতননামক
প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

"O, God! O, God!
How weary, stale, flat, and unprofitable
Seem to me all the uses of this world!
Fie on't! O, fie! 't is an unweeded garden,
That grows to seed, things rank and gross in nature
Possess it merely.'

সেক্স্‌পিয়র।

হায় রে সাধের প্রেম কত খেলা খেল,
মানুষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল!
প্রথমে যখন এলে সমুখে আমার,
কেমন সুন্দর বেশ তখন তোমার!
হাসি হাসি মুখখানি, কথা মধুময়,
গলিল মজিল মন, খুলিল হৃদয়।

যত দেখি ততই দেখিতে সাধ যায়,
যত শুনি ততই শুনিতে মন চায়।
ডুবিয়াছি যেন আমি সুধার সাগরে,
আসিয়াছি রতনের লুকান আকরে।
আহা কিবে ভাগ্যোদয়, ভাল ভাল ভাল!
হাসিয়ে চাহিয়ে দেখি চারি দিক্ আলো।
লতা সব নৃত্য করে, ফুল সব হাসে,
সুখের লহরীমালা খেলে চারি পাশে।
পাখী সব সুললিত স্বরে ধোরে তান,
মনের আনন্দে গায় প্রণয়ের গান।
মেদুর সমীর হরি কুসুম সৌরভ,
সেভাইছে প্রণয়ের বাড়ায়ে গৌরব।
চারি দিকে যেন সব চারু ইন্দ্রধনু,
বিলসে প্রেমের প্রিয় রসময়ী তনু।
ও তো নয় প্রভাতের অরুণের ছটা,
অভিনব প্রণয়ের অনুরাগ ঘটা।
প্রণয় প্রণয় বই আর কথা নাই,
হায়রে প্রণয়, তোর বলিহারি যাই।
যাহা কই, প্রণয়ের কথা পড়ে এসে,
যাহা ভাবি, প্রণয়ের ভাবে যাই ভেসে।
ঘুমায়ে স্বপনে দেখি প্রণয়ের রূপ,
জাগিয়ে নয়নে দেখি প্রেম-প্রতিরূপ।

প্রেম ধ্যান, প্রেম জ্ঞান, প্রেম প্রাণ, মন,
প্রেমেরি জন্যেতে যেন রয়েছে জীবন।
যেথা যাই, দিয়ে যাই প্রেমের দোহাই,
যাহা গাই, প্রণয়ের গুণগান গাই।
হৃদয়ে বিরাজ করে প্রেমের প্রতিমা,
শ্রবণে সঞ্চরে সদা প্রেমের মহিমা।
পূর্ণিমার মনোহর পূর্ণ সুধাকরে,
প্রেমেরি লাবণ্য যেন আছে আলো ক'রে;
মেঘের হৃদয়ে নয় বিজলীর খেলা,
ঝলমল প্রণয়ের হাব ভাব হেলা।
সূর্য্য বল, চন্দ্র বল, বল তারাগণ,
এরা নয় জগতের দীপ্তির কারণ;
প্রেমের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয়;
তাই তো প্রেমেব প্রেমে মজেছে হৃদয়!
হেরিয়ে তোমায় প্রেম! হারালেম মন,
তুমিও মাহেন্দ্র ক্ষণ পাইলে তখন।
ধীরে ধীরে বিস্তারিয়ে মোহিনী মায়ায়,
জালে-গাঁথা পাখী যেন, করিলে আমায়।
নড়িবার চড়িবার আর যো নাই,
তুমিই যা কর, আমি যেচে করি তাই।
লয়ে গেলে সঙ্গে ক'রে সেই উপবনে,
সুখের কানন যারে ভাবিতেম মনে।

যথায় নশ্বর তরু সরস লতায়,
পরস্পরে আলিঙ্গিয়ে সদা শোভা পায়।
যথায় ময়ূর নাচে ময়ূরীর সনে,
কোকিল কোকিলা গায় বসি কুঞ্জবনে।
ভ্রমর ভ্রমরী ধরি গুন্ গুন্ তান,
দুয়ে এক ফুলে বসি করে মধু পান।
কুরঙ্গিণী নিমীলনয়না রসভরে,
কৃষ্ণসার কণ্ঠে তার কণ্ডূয়ন করে।
মলয় অনিল বসি কুসুম-দোলায়,
সৌরভ সুন্দরী কোলে, দোলে দুজনায়।
অদূরে শ্যামল ক্ষুদ্র গিরির গহ্বরে,
উথলি বিমল জল ঝর ঝর ঝরে।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারা তার এঁকে বেঁকে গিয়ে,
কত ক্ষুদ্র উপদ্বীপ রেখেছে নির্ম্মিয়ে।
প্রতি দ্বীপে পাতা আছে কেমন শোভন,
মিশ্রিত পল্লব নব কুসুম আসন!
চৌদিকের দূর্ব্বাময় হরিৎ প্রান্তরে,
উষার উজ্জ্বল ছবি ঝলমল করে।
মাজে মাজে রাজে তার শ্বেত শিলাতল,
গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ে তাহে ফোয়ারার জল।
কোথাও রয়েছে ব্যেপে কাশের চামর,
যেন পাতা ধপ্‌ধোপে পশমি চাদর।

কোথাও ভ্রমরমালা উড়ে দলে দলে,
মেঘভ্রম জনমায় অম্বরের তলে ;
কোথাও কুসুমরেণু উড়িয়ে বেড়ায় ।
বনশ্রীর ওড়্‌না যেন বাতাসে উড়ায় ;
যে দিকে চাহিয়ে দেখি ভুলায় নয়ন,
মরি কিবে মনোহর সুখ ফুলবন !
এমন সুন্দর সেই সুখের কাননে,
কাটাতে ছিলেম কাল নির্জ্জনে দুজনে ।
আমোদে প্রমোদে ভোর, কত হাসিখেলি,
কত ভালবাসাবাসি কত মেলামেলি ।
পরস্পর পরস্পর-হৃদয় তোষণে,
নিরন্তর কত মত যত্ন প্রাণপণে ।
দেখিলে কাহারো কেহ বিরস বয়ান,
অমনি যেন একেবারে ফেটে যেত প্রাণ ।
হরিষ হেরিলে হরষের সীমা নাই,
হাত বাড়াইলে যেন স্বর্গ হাতে পাই ।
কোথাও পাইলে কিছু মনের মতন,
করিতেম তব করে আদরে অর্পণ ।
এক ফুল শুঁকিতেম লয়ে পরস্পরে,
এক ফল খাইতেম মুখামুখি ক'রে ।
জলে গিয়ে পড়িতেম দিতেম সাঁতার,
লুকাচুরি ঝাঁপাঝাঁপি এপারে ওপারে ।

হেরিতেম ময়ূরের নৃত্য অপরূপ,
তুলিতেম লতা পাতা ফুল কতরূপ।
যাইতেম ক্ষুদ্র দ্বীপে বিকেল বেলায়,
বসিতেম সুকোমল কুসুম-শয্যায়।
চারি দিকে জলধারা গায় ধীরে ধীরে,
শরীর জুড়ায়ে যায় শীতল সমীরে।
ফুলের রেণুর সঙ্গে জলের শীকর,
বিন্দু বিন্দু পড়ে এসে মুখের উপর।
পশ্চিমেতে ঢল ঢল দিনকর ছটা,
জরদ পাটল রক্ত রঞ্জনের ঘটা।
কিরণের ফুলকাটা নীরদমণ্ডলে,
যেন সব স্বর্ণপদ্ম ভাসে নীল জলে।
কোন দিন মনোহর নিশীথসময়,
যে সময় পূর্ণশশী অম্বরে উদয়,
অন্তরীক্ষ রত্নময়, দিশ আলোময়,
বনভূমি হাস্যময়, বায়ু মধুময়,
প্রকৃতি লাবণ্যময়, ধরা শান্তিময়,
রসময় ভাবভরে উথলে হৃদয়;
সে সময় প্রান্তরের নব দূর্ব্বাদলে,
বেড়াতেম; বসিতেম শ্বেত শিলাতলে;
কহিতেম মনকথা হয়ে নিমগন,
কথায় কথায় খুলে যেত প্রাণ মন;

দুজনেই গদগদ, ধরিতেম তান,
গাহিতেম গলা ছেড়ে প্রণয়ের গান।
ভাবিতেম স্বর্গসুখ লোকে কারে বলে,
এর চেয়ে আরো সুখ আছে কোন স্থলে?
হায়রে সাধের প্রেম তখন তোমার,
যেন খুলে দিয়ে ছিলে হৃদয়ভাণ্ডার!
যেন তুমি আমার নিতান্ত অনুরাগী,
পরাণ পর্য্যন্ত দিতে পার মোর লাগি।
সুখে দুখে চিরকাল রবে অনুগত,
হবে না থাকিতে প্রাণ কভু অন্য মত।
আদরে আদরে, কত যতনে যতনে,
রাখিবে হৃদয়ে করি সুখ ফুলবনে।
সে সব কোথায়, ছিছি কেবল কথায়,
প্রেম রে এখন তুমি উবেছ কোথায়!
কোথা সেই সোহাগের সুখ উপবন,
চকিতে ফুরায়ে গেল সাধের স্বপন।
বিষম বিকট এ যে বিপর্য্যয় স্থান,
অহো কি কঠোর কষ্ট, ওষ্ঠাগত প্রাণ!
চারি দিকে কাঁটাবন বাড়ে অনিবার,
ঝোপে ঝোপে মরা পশু পোচে কদাকার।
পশিছে বিট্‌কেল গন্ধ নাকের ভিতরে,
পড়িছে পূঁজের বৃষ্টি মাথার উপরে।

আচম্বিতে জন্তু এক বিকট আকার,
ঝাঁপিয়ে আসিয়ে, বুক চিরিয়ে আমার,
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে প্রখর নখরে,
গুঁজড়িয়ে ধোরে আছে অগ্নির ভিতরে।
জীবিত, কি মৃত আমি, আমি জানি নাই,
শূন্যময় ভিন্ন কিছু দেখিতে না পাই।
হায়রে সাধের প্রেম কত খেলা খেল,
মানুষে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল!

ইতি প্রেমপ্রবাহিণী কাব্যে বিরাগ
নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

"যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সাপ্যন্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যসক্তঃ।
অস্মৎকৃতেঽপি পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিক্ তাঞ্চ তঞ্চ মদনঞ্চ ইমাঞ্চ মাঞ্চ॥"

ভর্ত্তৃহরি।

একি একি প্রীতি দেবী কেন গো এমন,
বিজন কাননে বসি করিছ রোদন।
থেকে থেকে নিশ্বাস পড়িছে কেন বল,
থেকে থেকে নড়িতেছে হৃদয় কমল।
থেকে থেকে উঠিতেছ করিয়ে চীৎকার,
আছাড়িয়ে পড়িতেছ ভূমে বার বার।
আকাশ দেখিছ কেন থাকিয়ে থাকিয়ে,
থাকিয়ে থাকিয়ে উঠিতেছ চমকিয়ে।
রুক্ষ কেশ রক্ত চক্ষু আকার মলিন,
মলিন বসন পরা, কলেবর ক্ষীণ।

সহসা দেখিলে, শীঘ্র চিনে উঠা ভার,
এমন হইল কিসে তেমন আকার ?
কোথা সে লাবণ্য ছটা জগমনোলোভা,
কোথায় গিযেছে মুখ-সুধাকর-শোভা।
কোথা সে সুমন্দ হাসি সুধার লহরী,
মুখের মধুর বাণী কে নিলরে হরি !
কোথা সেই দুলে দুলে বিমুগ্ধ গমন,
কোথা সে বিলোল নেত্রে প্রেম বিতরণ।
কোথা সে দেখিলে ছুটে এসে কথা কওয়া,
হৃদয়ে হৃদয় রাখি স্থির হয়ে রওয়া।
প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ যুগল নয়ন,
গদগদ আধ স্বরে প্রিয় সম্ভাষণ !
অহো, সে সকল ভাব কোথায় গিয়েছে,
প্রত্যক্ষ পদার্থ এবে স্বপন হয়েছে !
কি বিচিত্র পরীবর্ত্ত জগৎব্যাপার,
সহসা ভাবিয়ে ইহা বুঝে ওঠা ভার।
এই দেখি দিবাকর উদয় অম্বরে,
এই দেখি তমোরাশি গ্রাসে চরাচরে।
এই দেখি ফুল সব প্রফুল্ল হয়েছে,
এই দেখি শুকাইয়ে ঝরিয়ে পড়েছে।
এই দেখি যুবাবর দর্পভরে যায়,
এই দেখি দেহ তার ধূলায় লুটায়।

এই দেখেছিনু তুমি বসি সিংহাসনে,
ভূষিত রয়েছ নানা রতন ভূষণে;
খচিত মুকুতা মণি মুকুট মাথায়,
মাণিক জ্বলিছে গলে মুকুতামালায়।
হাসি আসি বিকসিছে চারুচন্দ্রাননে,
হাসিমুখে বসিয়াছে ঘেরে সখীগণে।
স্বর্গের শিশিরসম মধুর বচন
ক্ষরিতেছে, হরিতেছে সকলের মন।
এই পুন দেখি সেই তুমি একাকিনী,
বিজন কানন মাঝে যেন পাগলিনী।
চিরপরিচিত জনে চিনিতে পার না,
সুধাইলে কোন কথা বলিতে পার না,
তুমি যেন তুমি নও একি অপরূপ,
কি রূপে হইল হেন স্বরূপ বিরূপ!
সেই আমি সেই আমি দেখ গো বিহ্বলে!
তোমার প্রতিমা যার হৃদয় কমলে,
কখন উষার বেশে বিকাসে তাহায়;
কখন তামসী নিশী আঁধারে ডুবায়।
যাহার সুখেতে সুখ পাইতে অপার,
যাহার বিপদে হোত বিপদ তোমার।
যার সনে ভ্রমিয়াছ দেশদেশান্তরে,
অরণ্যে, সমুদ্রতটে, পর্ব্বতে, প্রান্তরে।

কিছু দিন ভূধর-কন্দরে যার সনে,
বসতি করিয়ে ছিলে প্রফুল্লিত মনে
উপত্যকা শিখর প্রভৃতি নানা স্থান,
যখন যেথায় ইচ্ছা করিতে পয়ান।
নিত্য নিত্য নব নব করি নিরীক্ষণ,
বিস্ময় আনন্দ রসে হইতে মগন।
ঝরণার জল আর পাদপের ফল,
শাখীর শীতল ছায়া, স্নিগ্ধ শিলাতল
নানা জাতি বনফুল, পাখীদের গান,
সুমন্দ সুগন্ধ বায়ু জুড়াইত প্রাণ।
পদতলে প্রবাহিয়ে যেত মেঘমালা,
স্বর্ণলতা সম তাহে খেলিত চপলা।
মধুর গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়ে তাহার,
চিকন কলাপরাজি করিয়ে বিস্তার,
হরষে নাচিত সব ময়ূর ময়ূরী,
কেকা রবে মরি কিবে ক্ষরিত মাধুরী!
সম্মুখে হরিণ সব ছুটে বেড়াইত,
বেঁকে বেঁকে ফিরে ফিরে চাহিয়ে দেখিত
মনে কোরে দেখদেখি পড়ে কি না মনে,
হাত ধরাধরি করি মোরা দুই জনে,
সমীর সেবিয়ে সেই বিকেল বেলায়,
বেড়াতে ছিলেম সেই মেখলামালায়;

তূলারাশিসম ফেনরাশি মুখে ধোরে,
পড়িছে নির্ঝর এক ঘোর শব্দ কোরে।
প্রচণ্ড মধুর সেই নির্ঝর সুন্দর,
আচম্বিতে হ'রে নিল তোমার অন্তর।
কৌতূহলভরে তুমি দাঁড়ালে সেখানে,
রহিলে অবাক্ হয়ে চেয়ে তার পানে।
বহু ক্ষণ বিধুমুখে কথা সরিল না,
বহু ক্ষণ নয়নের পাতা পড়িল না।
সে সময় সূর্য্যদেব আরক্ত শরীরে,
ট'লে ঢলে পড়িছেন সাগরের নীরে।
সন্ধ্যা দেবী হাসিছেন রক্তাম্বর পরি,
ভৈরবে ভেটিছে যেন ভৈরবী সুন্দরী।
প্রকৃতির রূপরাশি ভরি দুনয়ন
সুখে পান করি মোরা হয়ে নিমগন,
পার্শ্ব হ'তে চকাচকী কাঁদিয়ে উঠিল,
করুণ কাতর স্বরে দিগন্ত পূরিল।
স্বভাব হইতে দৃষ্টি সরিয়ে তখনি,
চক্রবাক মিথুনেতে পড়িল অমনি।
কোকবধূ কোক-মুখে মুখটী রাখিয়ে,
করিল কতই দুখ কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
শেষে ছট্ ফট্ কোরে আকাশে উঠিল,
লুঠিতে লুঠিতে গিয়ে ও পারে পড়িল।

তাদের কাতর ভাব করি বিলোকন,
অশ্রুজলে ভেসে গেল তোমার নয়ন।
এক বার তাহাদের দেখিতে লাগিলে,
আরবার যার পানে চাহিয়ে রহিলে;
অলসে মস্তক রাখি যার বাহুমূলে,
কতই কাঁদিলে, তা কি সব গেছ ভুলে!
প্রেমের বিচিত্র ভাব স্নেহসুধাময়,
স্বর্গ ভোগ হয়, যদি চির দিন রয়!
এদিকেতে পূর্ণচন্দ্র হইল উদয়,
জোৎস্নায় আলোকময় পৃথিবীবলয়।
রজনীর মুখশশী হেরি সুপ্রকাশ,
দিগঙ্গনা সখীদের ধরে না উল্লাস,
সর্ব্বাঙ্গে তারকা পরি হাসি হাসি মুখে,
নৃত্য আরম্ভিল আসি চন্দ্রের সমুখে।
শ্বেত-মেঘ-বস্ত্রাঞ্চলে ঘোমটা টানিয়ে,
বেড়াতে লাগিল তারা নাচিয়ে নাচিয়ে;
আহা কি রূপের ছটা মরি মরি মরি!
তার কাছে কোথা লাগে স্বর্গ-বিদ্যাধরী?
হেরিয়ে জগৎ বুঝি মোহিত হইল,
তা না হ'লে তত কেন নিস্তব্ধ রহিল!
মনোহর স্তব্ধ ভাব করি দরশন,
উল্লাসিত হ'ল মন, প্রফুল্ল বদন।

মনের আনন্দে ছেড়ে সুমধুর তান,
গাহিতে লাগিলে প্রেম-সুধাময় গান।
ভাবভরে টল টল, ঢল ঢল হাব,
হ'লে গেল যেই জন দেখে সেই ভাব।
মন সাধে বনফুল তুলিয়ে যতনে,
খোঁপায় পরায়ে দিল চুম্বিয়ে আননে।
নয়নে লহরীলীলা খেলিতে লাগিল,
প্রেমসুধাসিন্ধু বুঝি উথলে উঠিল।
মধুর অধর-সুধারস করি পান,
যাহার জুড়ায়ে গেল দেহ মন প্রাণ।
হেসেখেলে কোথা দিয়ে কেটে যেত দিন,
সে দিন, কি দিন, হায় এ দিন, কি দিন!

যার করে কোরে ছিলে আত্মসমর্পণ,
যে তোমায় সমর্পণ করেছিল মন,
যে তোমায় প্রেমরাজ্যে করিল বরণ,
প্রদান করিল সুখ পদ্মসিংহাসন,
মনসাধে বসাইয়ে রাজসিংহাসনে,
নিয়ত নিযুক্ত ছিল তোমারি সাধনে।
কিসে তুমি সুখে রবে এই চিন্তা যার,
তোমাকেই ভেবে ছিল সকলের সার।
তুমি প্রাণ তুমি মন তুমি ধ্যান, জ্ঞান,
তোমার বিরসে যার বিদরিত প্রাণ;

অনুরাগতাপে, প্রেম সোহাগে গালিয়া,
যে তোমায় দিয়েছিল হৃদয় ঢালিয়া।
কিন্তু হায়! যারে ক্রমে ঘৃণা আরম্ভিলে,
শান্তি ভুলে, অশান্তিরে সেবিতে চলিলে
সে সময় যে তোমায় কত বুঝাইল,
কোন মতে কোন কথা নাহিক রহিল।
দেখে তব ভাবভঙ্গি হয়ে জ্বালাতন,
যে অভাগা হইয়াছে বিবাগী এখন।
স্থিরতর প্রতিজ্ঞা করেছে নিজ মনে,
দেখিবে না প্রেম-মুখ আর এ জীবনে;
জলভ্রমে মৃগ আর যাইবে না ছুটে,
তপ্ত বালুকায় আর পড়িবে না লুটে;
যাবে না হৃদয় তার হইয়া বিদার,
ছুটিবে না অঙ্গ বয়ে রুধিরের ধার।
প্রকৃতি পবিত্র প্রেমে হইয়ে মগন,
হেরিবে হৃদয়ে প্রেমময় সনাতন।
দর দর আনন্দের ববে অশ্রুধারা,
স্থির হয়ে রবে দুটী নয়নের তারা;
প্রকৃতির পুত্র সব হবে অনুকূল,
আকাশের তারা আর কাননের ফুল;
ফুলগুলি ঝ'রে ঝ'রে পড়িবে মাথায়,
তারকা কিরণ দিবে চোকের পাতায়;

পবন ভ্রমর আদি সুললিত স্বরে,
চারি দিকে বেড়াবে করুণ গান ক'রে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এসে এই পোড়া বনে,
তোমার এ দশা হ'ল হেরিতে নয়নে!
কে করিল হেন দশা হায় হায় হায়,
তোমার দুর্দ্দশা দেখে বুক ফেটে যায়!
যে জন বসিত সদা রাজসিংহাসনে,
যে জন ভূষিত ছিল রতন ভূষণে,
যার গলে গজমতি সদা শোভা পায়,
সে পরিয়ে কেলে টেনা বনেতে বেড়ায়!
কোমল শয্যায় যার হত না শয়ন,
ভূমিতে চলিতে যার বাজিত চরণ,
গহনার ভার যার সহিত না কায়,
সে এখন বনভূমে ধূলায় লুটায়!
ভুবনমোহন যার সহাস আনন,
বিকসিত বিক্টোরিয়া পদ্মের মতন,
ললিত লাবণ্য ছটা চন্দ্রিকা জিনিয়া,
সুমধুর স্বর যার বীণা বিনিন্দিয়া,
যে থাকিত সদানন্দে সখীদের সনে
হাস্য পরিহাস রস গীত আলাপনে;
নয়নে কখন যার পড়েনিক জল,
জ্বলেনি হৃদয়ে কভু যাতনা অনল,

জনমে দেখেনি কভু দুখের আকার,
কি দশা ঘটেছে আজ ভাগ্যেতে তাহার !
বিশীর্ণা মাধবী মত হয়েছে মলিনী
পড়ে আছে, করিতেছে হাহাকার ধ্বনি !
এই জন্যে কতকোরে কোরেছিনু মানা
অশান্তি কুহকে প'ড়ে হয়োনাক কাণা ;
সুখময় প্রেমরাজ্য উড়ে পুড়ে যাবে ;
অথচ শান্তিরে আর ফিরে নাহি পাবে ;
লুকাইবে শান্তি দেবী তব দরশনে,
চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিবে নয়নে ;
পৃথিবীতে কোন বস্তু নাহিক এমন,
সে সময় যে তোমার সুখী করে মন ;
বিষম বিষণ্ণ মূর্ত্তি ধরিবে সংসার,
অচেতনে করিতে হইবে হাহাকার।
যাহা বলে ছিনু হায় তাহাই ঘটেছে,
কেবল যন্ত্রণা দিতে পরাণ রয়েছে !
কে করিল হেন দশা হায় হায় হায়,
তোমার দুর্দ্দশা দেখে বুক ফেটে যায় !

ইতি প্রেমপ্রবাহিণী কাব্যে বিষাদ
নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

"धन्यानां गिरिकन्दरोदरभुवि
ज्योतिः परं ध्यायताम्
आनन्दाश्रुजलं दिबन्ति शकुना
निःशङ्कमङ्के स्थिताः ।
अस्माकन्तु मनोरथो-
परचितप्रासादवापीतट-
क्रीड़ाकाननकेलिमण्डपजुषा-
मायुः परं क्षीयते ॥"

शीह्लनमिश्र ।

ওহে প্রেম, প্রেম! তুমি থাকহে কোথায়,
কোথা গেলে বল তব দেখা পাওয়া যায়?
গিরিতলে উপত্যকা শোভে মনোহর,
তরু লতা গুল্ম তৃণে শ্যামল সুন্দর।
ছড়ান গড়ান, যেন তরঙ্গ অঙ্গ ঢালা;
দূরে দূরে ঘেরে আছে তুঙ্গ শৃঙ্গমালা।

চারি দিক্ নীরব, নিস্তব্ধ সমুদয়,
সন্তোষের চির স্থির নির্জ্জন আলয়।
যথায় প্রকৃতি দেবী সহাস আননে,
সাজায়েছে ধরণীরে বিবিধ ভূষণে।
ভূমে পাতা লতাপাতা কুসুম শয্যায়,
চঞ্চল অনিল শুয়ে গড়ায়ে বেড়ায়।
নির্ঝর সকল স্বচ্ছ সলিল উগরে,
তারস্বরে প্রকৃতির জয়ধ্বনি করে।
যথায় শান্তির মূর্ত্তি সর্ব্বত্রে প্রকাশ,
সেই স্থানে তুমি কিহে করিতেছ বাস ?
গহনে আছেন বসি মহা যোগীগণ,
স্বাস্থ্যবলয়িত দেহ, নিটোল গঠন।
পৃষ্ঠে পার্শ্বে তরঙ্গিত তাম্রবর্ণ জটা,
তপ্ত কাঞ্চনের মত অঙ্গরাগ ছটা।
প্রভাজালে বনভূমি যেন আলোময়,
সাক্ষাৎ ধর্ম্মের মূর্ত্তি ধরায় উদয়।
প্রফুল্ল মুখ মণ্ডল, নিমীল নয়ন,
অধরে উজ্জ্বল হাসি ভাসিছে কেমন !
তাঁহাদের অন্তরের আনন্দের মাজে,
আলো করি তোমারি কি মূরতি বিরাজে ?
দূর্ব্বাদলে শ্যামায়িত বিস্তীর্ণ প্রান্তর,
নির্ম্মল পবন তাহে বহে নিরন্তর !

মধ্যস্থলে মনোহর নিকুঞ্জ কানন,
পাতায় লতায় ঘেরা, তাঁবুর মতন।
শ্বেত পীত নীল কাল পাণ্ডুর লোহিত
নানা বর্ণ কুসুমের স্তবকে রাজিত।
যেন আবরিত চারু ফোলোর মখ্‌মলে,
যেন রত্নস্তূপে নানা মণি শ্রেণী জ্বলে।
ভিতরে বসিয়ে কত পাখী করে গান,
সে গানে মিশিয়ে কিহে সেথা অবস্থান?
সরোবরে সঞ্চারিত লহরী লীলায়,
সুন্দরী নলিনীমালা নাচিয়ে বেড়ায়।
মধুভরে রসভরে তনু টলমল,
সৌরভ গৌরব ভরে করে ঢল ঢল।
হাসি হাসি মুখ সব অরুণে হেরিয়ে,
হৃদয়ের আবরণ পড়িছে এলিয়ে।
যৌবনের মদে যেন বামা মাতোয়ারা,
এলো থেলো দাঁড়ায়ে ঢুলিছে পরী পারা।
তুমি কিহে সমীরের ছলে ধেয়ে ধেয়ে,
বেড়াও তাদের মুখে চুমো খেয়ে খেয়ে?
গোলাপ কুসুম সব বিকেল বেলায়,
ফুটে আছে গাছে গাছে ডগায় ডগায়।
রূপসীর কপোলের আভার মতন,
আভায় ভুলায়ে মন হাসিছে কেমন!

সাধুদের সুকার্য্যের সুবাসের সম,
সুমধুর পরিমল বহে মনোরম।
ভূমিভাগ শোভাময়, দিক্ গন্ধময়,
সে শোভা সৌরভে কিহে তোমার নিলয় ?
পূর্ণিমায় পূর্ণ শশী বিরাজে আকাশে,
সুধাময় ত্রিভুবন নিরমল ভাসে।
ধরায় নিস্তব্ধ দেখে কতই উল্লাস,
প্রফুল্ল বদনে তাঁর মৃদু মৃদু হাস।
তুমি কি মিশিয়ে সেই হাসির ছটায়,
সুধা হয়ে গড়াইয়ে পড়িছ ধরায় ?
চকোর চকোরী মরি দুপারে দুজনে,
চাহিছে চাঁদের পানে সতৃষ্ণ নয়নে !
জুড়াইতে তাহাদের বিরহ দহন,
সুধাকর করে মুখে সুধা বরষণ।
চক্রবাক মিথুনের হয়ে অশ্রুজল,
ভাসায়িছ তাহাদের হৃদয় কমল ?
বেল জুঁই ফুটে সব ধপ্ ধপ্ করে ;
অনিলের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধ সঞ্চরে।
তুমি কি সে সকলের দলের উপর,
শুয়ে আছ গায়ে দিয়ে চন্দ্রিকা চাদর ?
রূপের অমূল্য মণি নবীন যৌবন,
চাকুভাঙা ঢল ঢল মধুর মতন,

যেন সদ্য ফুটে আছে শ্বেত শতদল,
নির্ম্মল স্ফটিক জল যেন টলমল।
পঙ্কের কাজের মত তক্ তক্ করে,
তুমি কি ঝাঁপায়ে পড় তাহার উপরে ?
রসের লহরী ধায় তরল নয়নে,
চঞ্চলা চপলা যেন খেলে নবঘনে।
তুমি কি দোলায়ে গলে কুবলয় মালা,
নয়ন তরঙ্গে কর লুকাচুরি খেলা ?
প্রফুল্ল অধরে কিবে মৃদু মৃদু হাস,
প্রসন্ন বদনে কিবে মধু মধু ভাষ !
তুমি কি সে হাসে ভাষে মধুমাখা হয়ে,
হরেছে নয়ন মন সম্মুখেই রয়ে !
কবিদের সুধাময়ী সরলা লেখনী,
জগতের মনোহরা রতনের খনি।
যখন যে পথে যায় সেই পথ আলো,
যখন যে কথা কয় তাই লাগে ভাল।
আহা কি উদাত্ততর পদক্রম ছটা,
রস ভরে ঢল ঢল গমনের ঘটা !
স্বর্গসুধা পানে যেন হয়ে মাতোয়ারা,
ভ্রমিছে নন্দন বনে ললিত অপসরা
শ্বেত শতদল মালা দুলিছে গলায়,
হেসে হেসে চায়, রূপে ভুবন ভুলায়।

সেই বিশ্ববিনোদিনী লেখনী-অধরে,—
সুধার সাগরে বুঝি আছ বাস ক'রে?
হিমালয় শৃঙ্গে কুবেরের অলকায়,
ছড়াছড়ি মণি চুণী রয়েছে যেথায়।
যেখানেতে পথ সব সোণা দিয়ে বাঁধা,
স্বর্ণস্রোতস্বতী বোলে চোকে লাগে ধাঁদা।
নীলমণি-তরুশ্রেণী শোভে দুই ধারে,
অমরপ্রার্থিত বালা তলে খেলা করে।
যাহার মানস সরে সুবর্ণ কমল,
মরকত মৃণালে করিছে ঢল ঢল।
যক্ষযুবতীরা মাতি সলিল-ক্রীড়ায়,
ঝাঁপায়ে ঝাঁপায়ে পড়ে, ভেসে ভেসে যায়,
শত চন্দ্র খোসে পড়ে আকাশ হইতে,
শত স্বর্ণ শতদল ফোটে আচম্বিতে।
যথায় যৌবন ভিন্ন নাহিক বয়স,
সুধারস ভিন্ন যাহে নাহি অন্য রস।
প্রণয়কলহ ভিন্ন দ্বন্দ্ব নাই আর,
প্রেম-অশ্রু ভিন্ন নাহি বহে অশ্রুধার।
যথায় আমোদ ছাড়া আর কিছু নাই,
আমোদের যাহা কিছু চাহিলেই পাই।
তথায় কি প্রেম সেই আমোদেতে মিশে,
বসি বসি হাসিখেলি করিছ হরিষে?

স্বর্গে মন্দাকিনী তটে স্বর্ণবালুকায়,
দেবেন্দ্রের ক্রীড়া-উপবন শোভা পায় ;
উদিলে কুঞ্জের আড়ে তরুণ তপন,
দূরে থেকে দৃশ্য তার ভুলায় নয়ন।
চারি দিকে দাঁড়াইয়ে নধর মন্দার,
পাতার মন্দির সাজে মাথায় সবার।
আনত শাখার আগা স্তবকের ভরে,
পারিজাত ফুটে তায় ধপ্ ধপ্ করে।
সৌরভেতে ভরভর নন্দন কানন,
গৌরবেতে পরিপূর্ণ অখিল ভুবন।
কাছে কাছে গুন্ গুন্ গেয়ে গুণগান,
মত্ত মধুকরমালা করে মধু পান।
উন্মত্ত কোকিল কুল কুহু কুহু স্বরে।
তরু হতে উড়ে বসে অন্য তরুপরে।
তলে কত কুরঙ্গিণী চরিয়ে বেড়ায়,
শোভা হেরে চারি দিকে সবিস্ময়ে চায়।
বর্হীগণ বিনামেঘে বর্হ বিস্তারিয়ে,
কেকা রব করি করি বেড়ায় নাচিয়ে।
মলয় মারুত সদা বহে ঝর ঝর,
সরস বসন্ত ঋতু জাগে নিরন্তর।
যথায় অপ্সরী নারী অমরের সনে,
হাসে খেলে নাচে গায় আপনার মনে।

সেই স্থান তোমার কি মনের মতন ?
অপসরীর পাছু পাছু কর কি ভ্রমণ ?
অথবা এমন কোন বিচিত্র জগতে,
যাহার তুলনা স্থল নাই ভূভারতে।
যথা: নাই সময়ের ঝঞ্ঝা বজ্রপাত,
ক্রোধ-অন্ধ নিয়তির ক্রূর কশাঘাত।
প্রণয়ীর হৃদয় করিতে খান্ খান্,
যথা নাই বিরাগের বিষদিগ্ধ বান।
সরল সরস মনে করিতে দংশন,
কপটতা কালসর্প করে না গর্জ্জন।
অপদার্থ অসারের অবজ্ঞার লাথি,
ফাটাইতে নাহি যায় মহতের ছাতি।
ছোট মুখ কভু নাহি বড় কথা ধরে,
সমানের উচ্চ পদ গর্ব্ব নাহি করে।
পাপের বেহায়া চক্ষু জ্যাল্ জ্যাল্ ক'রে,
কভু নাহি অন্তরের নরক উগরে।
সকলি পবিত্র যথা, সকলি নির্ম্মল,
ধর্ম্মের যথার্থ মূর্ত্তি আছে অবিকল।
অধিবাসী সুগঠন সুশ্রী বলবান,
স্বাভাবিক প্রভাজালে বপু দীপ্তিমান্।
সর্ব্বদা প্রসন্ন ভাব, উদার আশয়,
গৌরব মাহাত্ম্য পূর্ণ সরল হৃদয়।

বদন মণ্ডল নিরমল সুধাকর,
রাজিছে পুণ্যের প্রভা ললাট উপর।
বিনয় নম্রতা রাজে কপোল যুগলে,
নিজ নৈসর্গিক রাগে রঞ্জি গণ্ডস্থলে।
সুশীলতা শালীনতা ভূষিয়ে নয়ন,
সকলের প্রতি করে প্রীতি বরষণ।
অধরে আনন্দ জ্যোতিঃ মৃদু মৃদু হাসে,
সন্তোষের ধারা ক্ষরে সুমধুর ভাষে।
বরফের মত স্বচ্ছ প্রণয়ের ভাব,
ইন্দ্রিয়ের বিন্দু তাহে নাহি আবির্ভাব।
অন্তরের মাহাত্ম্যের উন্নতি সাধন
করিতে, উভয়ে যেন হয়েছে মিলন।
উভয়ে উভয়ে হেরে অশ্রু জলে ভাসা,
পুরাইতে নৈসর্গিক প্রেমানন্দ আশা।
তথায় কি আছ প্রেম হয়ে তৃপ্ত মন?
এখানে আমরা বৃথা করি অন্বেষণ?

ইতি প্রেমপ্রবাহিণী কাব্যে অন্বেষণ
নামক চতুর্থ সর্গ।*

পঞ্চম সর্গ

"बाले लीलामुकुलितममी सुन्दरा दृष्टिपाताः
किं क्षिप्यन्ते विरम विरम व्यर्थ एष श्रमस्ते।
संप्रत्यन्ये वयमुपरतं बाल्यमास्था वनान्ते
क्षीणो मोहस्तृणमिव जगज्जालमालोकयामः॥"

ভর্ত্তৃহরি ।

কে বলে গো প্রেম নাই এই ধরাতলে !
কেমনে জীবিত তবে রয়েছি সকলে ?
যখন বিপদ জাল চারি দিক্ দিয়ে,
ঘেরে একেবারে ফেলে বিব্রত করিয়ে ।
মুখমধু বন্ধু সব ছুটিয়া পলায়,
আত্মীয় স্বজন কেহ ফিরে নাহি চায় ।
যবে প্রিয় প্রণয়ের মোহিনী আকৃতি,
ধরে ঘোর কদাকার বিকট বিকৃতি ।
যখন উথলে ওঠে শোকের সাগর,
আঘাতে আঘাতে মন করে জরজর !
যবে করে অত্যাচারী ঘোর উৎপীড়ন,
সহিতে সে সব হয় গাধার মতন ।

যখন সংসার ধরে বিরূপ আকার,
চারি দিকে বোধ হয় সব ছারখার।
যখন প্রাণেতে ঘটে এমন ঘটনা,
প্রাণধরা হয়ে ওঠে নরকযন্ত্রণা।
তখন আমরা আর কোথায় দাঁড়াই?
ওহে প্রেমতরু, তব ছায়ায় জুড়াই!
প্রথমে যখন বুদ্ধি ছিল অভিভূত,
হ'ত না তোমার কোন ভাব অনুভূত।
কর্ণে শুনিতেম তুমি সকল-কারণ,
মনে মানিতেম কি না হয় না স্মরণ।
যবে বিকশিত হ'ল কিঞ্চিৎ চেতনা,
আসিয়ে জুটিল এক মোহিনী কল্পনা।
কেমন সুন্দর রূপ হাব ভাব হেলা,
কেমন মধুর কথাবার্ত্তা লীলাখেলা!
সকলি লোভন তার সকলি মোহন,
দেখে শুনে একেবারে মজে গেল মন।
যাহা বলে, তাই শুনি মনোযোগ দিয়ে,
যা দেখায় তাই দেখি স্থির চক্ষে চেয়ে।
এঁকে দিল বিশ্বময় তোমার স্বরূপ,
আমারো চক্ষেতে তাহা ধরিল এরূপ;
যে, কি জলে, স্থলে, শূন্যে যে দিকেতে চাই,
বিরাজিত তব ছবি দেখিবারে পাই।

ক্ষীরোদ সাগর গর্ভে যথা গিরিবর,
মঙ্গল সঙ্কল্পে তথা মগ্ন চরাচর ।
প্রতিক্ষণে নাহি ঘোষে মঙ্গল কামনা,
অগাধ অপার দয়া, অজস্র করুণা,
ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন তৃণ মাত্র নাই :
ঘটনায় বিন্দু মাত্র হেন নাহি পাই ।
কল্পনার মুখে শুনে ইত্যাদি প্রকার,
মরুভূমে করিতেম সিন্ধুর স্বীকার।
আকাশ হইতে হ'লে বেগে বজ্রপাত,
কত কত প্রাণী যাহে পায়িছে নিপাত ;
যদিও সভয়ে চমকে চক্ষু বুঁজিতেম ;
মঙ্গল সঙ্কল্প তবু তাহে দেখিতেম ।
প্রলয় পবন সম ভীষণ গর্জ্জিয়ে,
হঠাৎ আগ্নেয় গিরি-গর্ভ বিদারিয়ে,
তীব্র বেগে উর্দ্ধে ওঠে অগ্নিময়ী নদী ;
সূর্য্য যেন ভেঙে পড়ে ছোটে নিরবধি ।
সম্মুখের শোভাকর নগরী নগর,
তরু লতা জীব জন্তু শত শত নর,
একেবারে পুড়ে যবে হ'ত ভস্মময় :
তখনো বলেছি কেঁদে করুণার জয় ।
যখন সবল সুস্থ পিতামাতা হ'তে,
হেরিয়াছি বিকলাঙ্গ জন্মিতে জগতে ;

করপদ চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণ রব হীন,
চর্ম্ম মোড়া কুকঙ্কাল মাত্র, অতি ক্ষীণ।
তখনো ভেবেছি এর থাকিবে কারণ,
যদিও করিতে মোরা নারি উন্নয়ন।
যদিও ইহারে হেরে কাঁদিয়াছে প্রাণ,
তবুও গেয়েছি করুণার গুণগান।
কলম্বস্-আবিষ্কৃত নূতন ভূভাগে,
সভ্য প্রবঞ্চকদের পৌঁছিবার আগে,
আদিম নিবাসীগণ সচ্ছন্দে অক্লেশে,
ভূমিস্বর্গ ভোগে ছিল আপনার দেশে।
যদি এই দস্যুদের নিষ্ঠুর শিকার,
তাদের উপরে তত না হ'ত প্রচার;
পঙ্গপাল পড়ে যথা শস্যময় স্থলে,
না ঝাঁপিত ইউরোপী ব্যাঘ্র দলে দলে;
তা হ'লে তাদের দশা হ'ত না এমন
ভয়ানক বিপর্য্যস্ত, লুপ্ত নিদর্শন।
ধ্বংস অবশেষ প'ড়ে বিজন গহনে,
কাঁদিতেছে তাহাদের কি পাপ স্মরণে:
যদিও এভাব ভেবে হয়েছি ব্যাকুল,
তথাপি দেখেছি তাহা দয়ায় সঙ্কুল।
আমাদের ভারতের শ্রেষ্ঠ সিংহাসন,
কোথা হ'তে কোথা তা'র হয়েছে পতন।

হায় যে সূর্য্যের তেজে বিশ্বের প্রকাশ,
হনুর কুক্ষির ক্লেদে তাহার নিবাস ?
যাহার প্রতাপে সদা মেদিনী কম্পিত,
ম্লেচ্ছপদাঘাতে আজি সে হয় মর্দ্দিত !
স্মরিতে শতধা হয়ে বুক ফেটে যায়,
তবু এতে ধন্যবাদ দিয়েছি দয়ায়।
কভু কভু দেহ ছেড়ে আত্মা আরোহিয়ে,
ভ্রমেন নারদ যথা ঢেঁকিতে চাপিয়ে,
ভ্রমিতেম শূন্যমার্গে কল্পনার সনে ;
নাইতেম অমৃত সাগরে দুই জনে।
আহা কি স্বর্গীয় বায়ু চারি ধারে বয়,
সেবনে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইত হৃদয়।
দেখিতেম বেলাভূমে জ্বলিছে অনল,
পশিছে তাহার মধ্যে প্রাণীরা সকল।
লবণসমুদ্রকূলে অগ্নির ভিতরে,
প্রবেশেন সীতা যেন পরীক্ষার তরে।
সে অগ্নির এই এক শক্তি অপরূপ,
প্রাণীদের স্বর্ণসম ক্রমে বাড়ে রূপ।
যত তারা ছট্ ফট্ ধড় ফড় করে,
ততই তাদের আর রূপ নাহি ধরে।
ক্রমে ক্রমে উপচিত রূপের ছটায়,
অগ্নিময়ী সৌরী প্রভা ম্লান হয়ে যায়

যে যে যত হইতেছে তত প্রভাস্বান্,
তত শীঘ্র পায়িতেছে সে সাগরে স্থান।
দেখাইয়ে হেন কত যাদুকরী খেলা,
কল্পনা আমার চক্ষে মেরেছিল ঢেলা।
ক্রমে যেন হয়ে গেনু অন্ধের মতন,
ব্রহ্মজ্ঞানে লয়িলেম তাহার স্মরণ।
সে কাঁদালে কাঁদি, আর সে হাসালে হাসি
তারি সুখে সুখবোধ, তাহারি প্রত্যাশী।
　　যখন বুদ্ধির সেই নূতন চেতনা,
হয়ে এল প্রভাময়ী তড়িতগমনা;
ঊষা হেরে নিশা যথা ছুটিয়ে পালায়;
জাগরণে স্বপ্ন যথা তূর্ণ উবে যায়,
তথা প্রভা হেরে বেগে পালাল কল্পনা;
যেন ডরে ধায় রড়ে চঞ্চলচরণা।
কোথায় পালাও ওগো কল্পনাসুন্দরী,
এখনি আমারে একেবারে ত্যাগ করি?
বটে তুমি জন্তুদের মোহের কারণ,
তুমি গেলে হ'তে পারে মোহনিবারণ।
কিন্তু তুমি কবিদের মহা সহায়িনী,
মহীয়সী সরস্বতী শক্তির সঙ্গিনী।
তোমাকেই কোরে তাঁরা প্রথমে পত্তন,
করেন ব্রহ্মাণ্ড হ'তে প্রকাণ্ড সৃজন।

সে সৃষ্টির সুশীতল উজ্জ্বল প্রভায়,
এ সৃষ্টির চন্দ্র সূর্য্য ম্লান হয়ে যায়।
এ সৃষ্টি লোকের করে দেহের লালন,
সে সৃষ্টি সর্ব্বদা করে আত্মার রক্ষণ।
পাপের কিরূপ ঘোর বিকট আকার,
পুণ্যের কিরূপ মহা প্রভার প্রচার,
কি এক জ্বলিছে পাপে বিষম অনল,
কি এক বহিছে পুণ্যে বায়ু সুশীতল,
যথাযথ এঁকে দেয় মানুষের চোকে ;
নারকীরে লয়ে যায় সুখে সুরলোকে।
যদিও রাখি না আমি ইন্দ্রপদে আশ,
নাগিনাক পারত্রিক শূন্য সহবাস ;
কিন্তু কবি হ'তে সদা জাগিছে বাসনা,
তোমা বিনে কে ঘটাবে এ হেন ঘটনা !
তুমি যদি ত্যজে যাও এমন সময়ে,
বল দেখি কি করিব তবে সে সময়ে ;
যে সময়ে যোগ্য বয়, স্বাদ, অবসর,
হইয়ে একত্র সবে মিলিবে সুন্দর ;
যে সময়ে জাগাব নিদ্রিতা সরস্বতী,
সৃষ্ট্যর্থে জাগান স্রষ্টা অনন্তে যেমতি।
যদি আমি তত দিন থাকি গো জীবিত,
ভাগ্যক্রমে সরস্বতী হন জাগরিত ;

তখন কে কোরে দিবে তাঁর অঙ্গরাগ?
হয়োনা কল্পনা তুমি আমারে বিরাগ!
কল্পনা ছুটিয়ে গেলে সুপ্তোত্থিত মত,
দেখিলেম, ভাবিলেম, খুঁজিলেম কত।
সে রূপ, সে দয়া, আর সে সুধাসাগর,
কল্পনা যা এঁকেছিল চোকের উপর;
সকলি উবিয়ে গেছে কল্পনার সনে,
কল্পনার কাণ্ড ভেবে হাসি মনে মনে।
ধন্য ধন্য ধন্য তুমি কল্পনা সুন্দরী,
যাদুকরী মদিরা হতেও মোহকরী!
ধন্য ধন্য ধন্য ধনী তোমার মহিমা,
তব বরে লঙ্কারাজ্য লভে কালনিমা!•

তদন্তর প্রেম, আমি তোমায় খুঁজিয়ে,
বেড়ালেম সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড ঘুঁটিয়ে।
যত গলি ঘুঁজি পল্লী নগরী নগর,
ডোবা জলা নদী নদ সমুদ্র সাগর;
অন্তরীপ প্রায়দ্বীপ উপদ্বীপ দ্বীপ,
জঙ্গল গহন গিরি মরুর সমীপ,
আরাম উদ্যান উপবন কুঞ্জবন,
প্রান্তর প্রাসাদ দুর্গ কুটীর ভবন;
আশ্রম মন্দির মঠ গির্জা, সভাতল,
পাতি পাতি কোরে আমি খুঁজেছি সকল।

ভেদিয়াছি বরফসংঘাত মেরুদ্বয়,
তিমির-সাগর প্রায় ঘোর তমোময়।
উড়ে উড়ে ভ্রমিয়াছি চন্দ্র সূর্য্যলোকে,
দেবলোকে ধ্রুবলোকে বৈকুণ্ঠে গোলকে।
শূন্যে ভাসে পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রহ তারা গণ,
অসীম সাগরে যেন দ্বীপ অগণন ;
প্রত্যেকের প্রতিবৃক্ষে প্রত্যেক পাতায়,
তন্ন তন্ন করিয়াছি চাহিয়ে তোমায়।
কোন খানে পাই নাই তব দরশন ;
কিছুমাত্র দয়া করুণার নিদর্শন।
কতদিন এ নগরে নিশীথ সময়ে,
যে সময়ে নিসর্গ রয়েছে স্তব্ধ হয়ে ;
ব্যোমময় তারা সব করে দপ্ দপ্,
যেন মণি খচিত অসীম চন্দ্রাতপ ;
কোন দিকে কোন রব নাহি শুনা যায়,
কভুমাত্র "পিয়ুকাঁহা" হাঁকে পাপিয়ায় ;
গ্যাসের আলোক আছে পথ আলো কোরে,
প্রহরীর দেহ টলমল ঘুম্‌ঘোরে ;
ফিরিয়াছি পথে পথে, পাড়ায় পাড়ায় ;
যেখানে ঢুচোক গেছে, গিয়েছি সেথায়।
কোথাও উঠিছে হট্টরা উল্লাস-চীচ্‌কার,
যেন ঠিক যমালয়ে নরক গুল্‌জার।

কোথাও উঠিছে "হরিবোল হরিবোল"
ধেই ধেই নাচিতেছে, বাজিতেছে খোল্ ।
কোন পথে শুঁড়িদের দর্জ্জা ঠেলাঠেলি,
তার উপরের ঘরে ঘৃণ্য হাসিখেলি।
আশে পাশে মাতোয়াল লোটে নর্দ্দমায়,
গায়ের বিট্‌কেল গন্ধে আঁত উঠে যায়।
কোন পথ জনশূন্য, নাই কোন স্বন,
দুএক লম্পট, চোর চলে হন্ হন্।
কোন পথে বাবুজীর পাইশালের দ্বারে,
পোড়ে আছে দুএক অনাথ অনাহারে।
শুনেছি দেখেছি হেন বিবিধ প্রকার,
কোন পথে কোন চিহ্ন পাইনি তোমার।
প্রতি পূর্ণিমায় দ্বিপ্রহর রজনীতে,
গিয়েছি গড়ের মাঠে তোমারে খুঁজিতে।
বিকেল বেলায় হেথা দর্শকের তরে,
বস্‌রাই গোলাপ সব ফোটে থরে থরে।
ঘোড়া চোড়ে ভায়া সব মর্কটের মত,
উলুক্ ঝুলুক্ মরি উঁকি ঝুঁকি কত!
সে সকল চক্ষুশূল থাকেনা তখন,
ভোঁ ভোঁ করে দশ দিক, স্তব্ধ ত্রিভুবন।
মনোহর সুধাকর হাসি হাসি মুখে,
ধরণী ধনীর পানে চান সকৌতুকে।

চন্দ্রিকা লাবণ্যময়ী হাসিয়ে হাসিয়ে,
দিগঙ্গনা সখীদের নিকটে আসিয়ে,
হ'রে লয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ তারকা ভূষণ,
সীমন্তে পরায়ে দেন নক্ষত্র রতন।
দেখাইতে ভূষণের হরণ-কারণ,
সাদরে বলেন সবে মধুর বচন ;—
"প্রকৃতি পরান যাঁরে নিজ অলঙ্কার,
কতকগুলো অলঙ্কার সাজে কি গো তাঁর
স্বভাবসুন্দর রূপ যথার্থ স্বরূপ,
অলঙ্কৃত রূপ তাহে কলঙ্ক স্বরূপ।
সুন্দরীর অলঙ্কারে প্রয়োজন নাই,
কুরূপারি ঝুড়ি ঝুড়ি অলঙ্কার চাই।
অনা নাকি ঠিক যেন তাড়কা রাক্ষসী,
সর্ব্বাঙ্গেতে পরে তাই তারা রাশি রাশি।
ইন্দ্রধনু পরে না তো কোন অলঙ্কার,
জগত মোহিত তবু রূপ দেখে তার।
ঊষার ললাটে শুদ্ধ অরুণের ছটা,
তবু বিশ্ব অলঙ্কৃত করে রূপঘটা।
দুই এক খানি পর বাড়ুক প্রভাব,
সমভাব হউক ভূষণভূষ্যভাব।"
তাঁর কথা শুনে তাঁরা হেসে ঢল ঢল,
উড়ে পড়ে শুভ্র ঘন হৃদয়-অঞ্চল।

সবে মেলি হাসিখেলি আহ্লাদে ভাসিয়ে,
করেন কৌতুক কত চাঁদেরে ঘেরিয়ে।
তিনিও তাঁদের পানে হেসে হেসে চান,
করে করে সকলে করেন সুধা দান :
নন্দন কাননে যেন প্রমোদ সমাজ,
বিহরেন অপ্সরের সঙ্গে দেবরাজ।
চন্দ্রের প্রমোদ রসে রসার্দ্র ভূলোক,
প্রান্তরের তৃণ ছলে সর্ব্বাঙ্গে পুলোক।
বায়ু বশে তৃন দল করে থর থর,
ভাবিনী ধরার যেন কাঁপে কলেবর।
সরোবর জল যেন আহ্লাদে উছলে,
ভঙ্গে রঙ্গে নাচে হাসে কুমুদিনী দলে।
সুরধুনী অদূরে করেন কল কল,
ঢল ঢল, যেন কত আনন্দে বিহ্বল।
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াইয়ে নিমগন মনে,
চারি দিকে চাহিয়াছি সুস্থির নয়নে ;
কোথাও না পেয়ে, সুধায়েছি সমীরণে,
যদি হয়ে থাকে তার দেখা তব সনে :
কিন্তু সে চলিয়ে গেছে আপন ইচ্ছায়,
কর্ণপাত করে নাই আমার কথায়।

কত অমা ত্রিযামায় ছাতের উপর,
সারা রাত কাটায়েছি বসি একেশ্বর।

তিমির সংঘাতে বিশ্ব গাঢ়ধ্বান্তময়,
দুই হস্ত দৃষ্টি নাহি প্রসারিত হয়।
যে দিকেতে চাই, সব অন্ধতম কূপ,
যেন মহাপ্রলয়ের স্পষ্ট প্রতিরূপ।
যেন ধরাতল নেবে গেছে তলাতল,
অসীম তিমির সিন্ধু রয়েছে কেবল।
যত দেখিতেম সেই ঘোর অন্ধকার,
উদিতো হৃদয়ে সব সংহার আকার।
লয়ে যেত মন মোরে সঙ্গে সঙ্গে কোরে,
শূন্যময় তমোময় শ্মশানে কবরে।
বিষাদে আচ্ছন্ন সব সমাধির স্থান,
দেখিয়ে বিস্ময়ে হ'ত ব্যাকুল পরাণ।
যত ভাবিতেম মন করি সন্নিবেশ,
ততই জাগিত মনে সেই সব দেশ;
যে সবার চিহ্ন আর দেখা নাহি যায়,
যে সবার কোন কথা কেহ না সুধায়,
পুরাণে কাহিনী মাত্র রয়েছে নির্দ্দেশ,
ধরণীর গর্ভে মগ্ন ভগ্ন-অবশেষ।

কোথা সেই বীরগণ যাঁরা বাহুবলে,
চন্দ্র সূর্য্য পেড়েছেন খোরে ধরাতলে।
যাঁদের প্রচণ্ডতর যুদ্ধ হুহুঙ্কার,
বিপক্ষের বীর হিয়া করেছে বিদার।

স্বদেশের সীমা হ'তে যাঁরা শত্রু শূরে,
ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন লক্ষ ক্রোশ দূরে।
যাঁরা নিজ জন্মভূমি উদ্ধার কারণ,
অকাতরে করেছেন রুধির অর্পণ!

কোথা সেই রাজগণ, যাঁরা ধীর ভাবে,
শেসেছেন দুষ্ট সংঘ অধৃষ্য প্রভাবে।
পেলেছেন শিষ্টগণে সদা সদাচারে,
ত্যেজেছেন নিজ স্বার্থ মাত্র একেবারে।
যাঁদের সরল সূক্ষ্ম নীতির কৌশলে,
ছিল দীন ধনী মানী সকলে কুশলে।
প্রান্তর শস্যেতে পূর্ণ, রতনে ভাণ্ডার,
ধরাময় হয়েছিল যশের প্রচার!

কোথা সেই বিশ্বগুরু মহাকবিগণ,
যাঁরা স্বর্গ হ'তে সুধা ক'রে আকর্ষণ;
মরুময় জগতের ওষ্ঠাগত প্রাণে,
করেছেন জীবাধান রসামৃত দানে।
পাপের গরলময় হৃদয় উপর,
নিরন্তর বর্ষেছেন চোক্ষ চোক্ষ শর।
গদ গদ স্বরে ধোরে সুললিত তান,
পুণ্যের পবিত্র স্তোত্র করেছেন গান!

কোথা সেই জ্ঞানীগণ, জগত-কিরণ,
যাঁরা আলো করেছেন আন্ধার ভুবন;

উদ্ধারি পাতাল হ'তে রতন ভাণ্ডার,
করেছেন বিশ্বময় ঐশ্বর্য্য প্রচার।
ধরিতেন প্রাণ শুদু জগতের তরে,
উদাসীন আপনার স্বার্থের উপরে।
সম বোধ করিতেন মান অপমান,
প্রাণান্তে করেন্নি কভু আত্মার অমান!

কোথা সে সরলগণ, যাঁরা এসংসারে,
লোকমাজে ছিলেন অগ্রাহ্য একেবারে।
নিজ শ্রম উপার্জ্জিত অতি অল্প ধনে,
কাটাতেন কাল যাঁরা অতি তৃপ্তমনে।
আপনার কুটীরেতে আইলে অতিথি,
পাইতেন অন্তরেতে পরম পিরিতি।
খুদ দুধ যা থাকিত কাছে আপনার,
তাই দিয়ে করিতেন অতিথিসৎকার।
যাঁদের নিজের প্রতি ফেলিতে নয়ন,
পান্ নাই যদিও খুঁজিয়ে এক জন;
তথাপি দেখিলে চোকে অপরের দুখ,
হৃদয়ে জন্মিত সতত অত্যন্ত অসুখ।
যথা সাধ্য করিতেন কোন প্রতিকার,
আশা নাহি রাখিতেন প্রতি-উপকার।
নূতন অরুণ ছটা, শীতল পবন,
তরু লতা গিরি ঝর্ণা প্রান্তর কানন;

পাখীদের সুললিত হর্ষ-কোলাহল;
সুমধুর তটিনীকুলের কলকল ;
এই সব নিসর্গের মহৈশ্বর্য্য লয়ে,
সুখে দিন কাটাতেন একেশ্বর হয়ে !
এবে তাঁরা সকলেই ত্যেজে এই স্থান,
তিমির সাগর গর্ভে মহানিদ্রা যান।
কে দিবে উত্তর, আর কে দিবে উত্তর !
আমাদেরো এইরূপ হবে এর পর।
এই আমি অন্ধকারে করিতেছি রব,
এক দিন এই আমি, আমি নাহি রব।
চলে যাব সেই অনাবিষ্কৃত দেশ,
হয় নাই যার কোন কিছুই নির্দ্দেশ ;
অদ্যাবধি কোন যাত্রী যার সীমা হ'তে,
ফিরিয়া আসেনি পুন আর এ জগতে।
এমন কি আছে গুণ, যাহার কারণ,
ভাবুকে কখন তবু করিবে স্মরণ ?
মিত্রেরা দুদিন হৃদ্ধ স্মারক স্বরূপ,
বলিবেন আমার প্রসঙ্গে এইরূপ ;
যথা — "তার ছিল বটে সরল হৃদয়,
আমাদের সঙ্গে ছিল সরল প্রণয়।
রাখিতে জানিত বটে মিত্রতার মান,
পিতাকে বাসিত ভাল প্রাণের সমান।

বড়ই বাসিত ভাল সরল আমোদ,
প্রাণান্তে করেনি কভু কারো বরামোদ ;
জন্মভূমি প্রতি ছিল আন্তরিক প্রীতি,
সগৌরব ঘৃণা ছিল ম্লেচ্ছদের প্রতি।
সদানন্দ মন ছিল, মগ্ন ছিল ভাবে,
বুদ্ধি সত্ত্বে অন্ধ ছিল সাংসারিক লাভে।
কিন্তু ছিল অতিশয় উদ্ধতের প্রায়,
ভুঁড়েদের গ্রাহ্য নাহি করিত কাহায়।
ব'সে ব'সে আপনি হইত জ্বালাতন,
খামকা ত্যেজিতে যেত আপন জীবন।
নিজের লেখায় ছিল বিষম বড়াই,
জানিত এ দেশে তার সমজ্‌দার নাই। *
তুমি কি তখন, অয়ি প্রেম-প্রবাহিণী !
মিত্রদের মত কবে আমার কাহিনী ?
এই পোড়া বর্ত্তমানে নাই গো ভরসা,
তাই আরো দ'মে যাই ভেবে ভাবী দশা।
বাঙ্গালির অমায়িক ভোলা খোলা প্রাণ,
এক দিন হবে না কি তেজে তেজীয়ান্‌ ?
যদি হয়, নাহি ভয়, সেই দিন তবে
গিয়ে দাঁড়াতেও পার আপন গৌরবে !

পরের পাতড়াচাটা, আপনার নাই,
মতামতকর্ত্তা তাঁরা বাঙ্গালার চাঁই।

মন কভু ধায় নাই কবিত্বের পথে,
কবিরা চলুক্ তবু তাঁহাদেরি মতে।
জনমেতে পান নাই অমৃতের স্বাদ,
অমৃত বিলাতে কিন্তু মনে বড় সাধ!
ভাল ভাল, যুক্তি ভাল, ভাল অভিপ্রায়,
ভাইপোরা মাথায় বড় ঘাড়ে তোলা দায়!
সাধারণে ইঁহাদের ধামা ধোরে আছে,
কাজে কাজে আদর পাবেনা কারো কাছে।
এখন মোহন বীণা নীরবেই থাক্,
এ আসর প্যাঁচাদের নৃত্য হ'য়ে যাক্।
তুমি যে আমার কত যতনের ধন,
কেন সবে আনাড়ির হেয় অযতন?
ধৈর্য্য ধরি থাক বসি প্রফুল্ল অন্তরে,
যথার্থ বিচার হবে কিছু দিন পরে।
পিতারা নিকটে থেকে তাপে জরজর,
পুত্রেরা হেরিবে দূরে জুড়াবে অন্তর।
কোথায় বা আছ তুমি, নিজে সরস্বতী,
সময়ে শরের বনে করেন বসতি।
কোথা শ্বেতপদ্ম-বন তাঁহার তখন,
সৌরভ গৌরবে যার মোহিত ভুবন!
শরের খোঁচায় ছিন্ন কোমল শরীর,
জন্তু গুলো ঘেরে করে কিচির মিচির!

মরিতে তিলার্দ্ধ মম ভয় নাহি করে,
ডুবিতে জনমে খেদ বিস্মৃতি সাগরে।
রেখে যাব জগতে এমন কোন ধন,
নারিবে করিতে লোকে শীঘ্র অযতন।
অন্ধকারে বোসে হেন কত ভাবনায়,
ভূত ভাবী বর্ত্তমানে খুঁজেছি তোমায়।
কোন কালে হয় নাই দেখা তব সহ,
খুঁজেছি তোমায় প্রেম তবু অহরহ।
যবে ঘোর ঘনঘটা যুড়িয়া গগন,
মেদিনী কাপায়ে করে ভীষণ গর্জ্জন।
কালীর সাগর প্রায় অকূল আকাশ,
ধক্ ধক্ দশ দিকে বিদ্যুৎ বিলাস।
তড়্‌তড়্ তড়্‌তড়্ বেগে বৃষ্টি পড়ে,
ছুটাছুট্ গুলিবৎ শিলা চড়্‌চড়ে।
সোঁসোঁ সোঁসোঁ বোঁবোঁ বোঁবোঁ ধাক্কান ঝড়ে
বৃক্ষ বাটী পৃথ্বীপৃষ্ঠে উখাড়িয়া পড়ে।
ঘোরঘট্ট চণ্ডযুদ্ধে মেতে ভূতদল,
লণ্ডভণ্ড করে যেন ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল।
সে সময়ে চমকিয়ে গিয়ে একেবারে,
প্রলয়ের মাজে আমি খুঁজেছি তোমারে।
যবে প্রিয় অরুণের তরুণ কিরণ,
রঞ্জিত করিয়ে দেয় ধরার আনন।

উষা দেবী স্বর্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরি,
বেড়ান উদয়াচলে তুঙ্গ শৃঙ্গপরি।
সুশীতল সুমধুর সমীরণ বয়,
শান্তিরসে অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ হয়।
সে সময়ে শান্ত হয়ে উদার অন্তরে,
চাহিয়াছি চারি দিকে দরশন তরে।
কিছুতেই যখন তোমারে না পেলেম,
একেবারে আমি যেন কি হয়ে গেলেম।
শূন্যময় তমোময় বিশ্ব সমুদয়,
অন্তর বাহির শুষ্ক, সব মরুময়।
আসিয়ে ঘেরিল বিড়ম্বনা সারি সারি,
দুর্ভর হৃদয়ভার সহিতে নাপারি ;
কাতর চীৎকার স্বরে ডাকিনু তোমায়,
কোথা, ওহে দাও দেখা আসিয়ে আমায় !
অমনি হৃদয় এক আলোকে পূরিত,
মাঝে বিশ্ববিমোহন রূপ বিরাজিত।
মধুময়, সুধাময়, শান্তিসুখময়,
মূর্ত্তিমান প্রগাঢ় সন্তোষ রসোদয়।
কেমন প্রসন্ন, আহা কেমন গম্ভীর,
অমৃত সাগর যেন আত্মার তৃপ্তির !
আজি বিশ্ব আলো কাঁর কিরণনিকরে,
হৃদয় উথুলে কাঁর জয়ধ্বনি করে ;

বিপদ সম্পদ যত জগতের ধন,
কেন আজি যেন সব নিশির স্বপন ;
কেন ধৃষ্ট পাপের দুর্দ্দান্ত সৈন্য যত,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছে হয়ে অবনত ;
কেন সেই প্রবৃত্তির জ্বলন্ত অনল,
পদতলে প'ড়ে আছে হয়ে সুশীতল ;
ছুটিয়ে পলান কেন পিরিতি সুন্দরী,
কেন বা উঁহারে হেরে মনে হেসে মরি !
ক্রমে ক্রমে নিবিতেছে লোক-কোলাহল,
ললিত বাঁশরীতান উঠিছে কেবল !
মন যেন মজিতেছে অমৃত সাগরে,
দেহ যেন কাটিতেছে সমাবেগ ভরে।
প্রাণ যেন উড়িতেছে সেই দিক পানে,
যথার্থ তৃপ্তির স্থান আছে যেই স্থানে।
অহো অহো, আহা আহা একি ভাগ্যোদয়,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আজি প্রেমানন্দময় !

ইতি প্রেমপ্রবাহিণী কাব্যে নির্ব্বাণ
নামক পঞ্চম সর্গ।

সমাপ্ত।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র

কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৯।

এই যন্ত্রে সকল প্রকার মুদ্রাঙ্কণকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। মুদ্রাঙ্কণের নিমিত্ত পুস্তকাদি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিলে উপযুক্ত সময়ে উচিত মূল্যে অতি উত্তম রূপে মুদ্রিত করাইয়া দিতে পারি।

এই যন্ত্রালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়ার্থ আছে।

বঙ্গসুন্দরী	॥০
সঙ্গীত শতক	॥০
নিসর্গসন্দর্শন	।০
প্রেমপ্রবাহিণী	।০
কুমুদ্বতী নাটক	৷৶০
চাতক ভৃঙ্গ বিবাদ	৵১০

এই সকল পুস্তক সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়েও পাওয়া যায়।

'বঙ্গসুন্দরী' 'সঙ্গীত শতক' 'নিসর্গসন্দর্শন' 'প্রেমপ্রবাহিণী' ষ্টানহোপ যন্ত্রেও বিক্রয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণচ. পাল দত্ত

যন্ত্রাধ্যক্ষ

নূতন বাঙ্গালাযন্ত্রালয়।

২ রা জ্যৈষ্ঠ, — ১২৮৭।